BL College Journal **Volume -1, Issue-1, 2019**
pp 58-65

আহমদ শরীফের যুক্তিবাদ ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবীক্ষণ : একটি পর্যবেক্ষণ

মোঃ আতিকুজ্জামান
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা, বাংলাদেশ
ইমেইল : zaman.atiquebang@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাঙালির আত্মপরিচয়ে বহুমাত্রিক বিতর্ক মাঝে মাঝে সামনে আসে এবং কেউ কেউ এ থেকে সুবিধা নেয়। একটি জাতির সংস্কৃতি চিন্তা থেকে শুরু করে তার রাষ্ট্র-সমাজ নির্মাণে সবকিছু কীভাবে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে ঝালাই করে নেয়া যায়- সে চিন্তা প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফের ছিলো। আমাদের সমাজ-রাষ্ট্র-শ্রেণিকক্ষে শরীফ খুব বেশি পঠিত নন। না জেনেই অথবা হুজুগে, আবার কখনো কখনো তাঁর কথাকে ফন্দি-ফিকিরের মাধ্যমে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করা হয়; তাতে মাঠও গরম হয় বেশ। তিনি যা বলেছেন, যা-কিছু নিয়ে বলেছেন তার সবকিছুর সাথে একমত নই। কিন্তু একজন যুক্তিবাদী মানুষ কী উপায়ে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেন অথবা সত্যিকার অর্থে সমাজ-রাষ্ট্র-সাহিত্য নিয়ে আহমদ শরীফের যে কর্ম, তা কি আমাদের সমৃদ্ধ করেছে নাকি কিছুই করেনি– এসব নিয়ে স্বল্পপরিসরে এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মূল শব্দ : জাতি, ধর্ম, রাজনীতি, যুক্তিবাদ, ইহকাল, অসাম্প্রদায়িক, নৃতত্ত্ব, বাঙালি

ভূমিকা

একজন ব্যক্তি নিজের কর্ম আর বিশ্বাস দিয়েই নিজের সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন। নির্ভীক, ঋজু, নিরেট, আপসহীন, কর্মঠ- যেন খনন করে চলেন সামনের দিকে, বাঙালির মননের গভীরে, পেছনের দিকে নয় মোটেও। পাহাড়ি খরস্রোতা নদীর জলের মতো যত বাধা পেয়েছেন তিনি, ততোই তাঁর বক্তব্য, যুক্তি যেন আরো শাণিত হয়েছে। আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-সমাজ নিয়ে যখন বিবিধ সঙ্কট, কোনো কোনো সুবিধাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের মুখে যখন অসত্যাচার, আমাদের সাহিত্য ক্ষেত্রে, বিশেষ করে প্রবন্ধ সাহিত্যে যখন মননশীল লেখার বেশ চাহিদা, তখন তাঁর মতো এক সত্য বটবৃক্ষের ছায়ায় এসে আমরা দাঁড়াই পরম নির্ভরতায়। বাঙালির সক্রেটিস তিনি, তিনি প্রাবন্ধিক, মুক্তমনের আহমদ শরীফ।

মুক্ত মন-মনন, তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি-বিবেচনা, আন্তর তাগিদ, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী, ইহজাগতিক চিন্তা-চেতনা ছিল তাঁর মজ্জাগত; সঠিক ইতিহাসবেত্তা, কোনো দলগত ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী হওয়ার প্রবণতা তাঁর

চরিত্রকে এতোটুকু কলুষিত করতে পারেনি; আত্মপ্রত্যয়ী, কর্মঠ অধ্যবসায়ী গবেষক এবং শেষ পর্যন্ত সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহক-প্রচারক তিনি। বাঙালির এক সংকটময় সময়ে কলম হাতে যুদ্ধ করেছেন তিনি। রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) থেকে শুরু করে যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬), দরদী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), মানবপ্রেমী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৪), সব্যসাচী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) -এর পথ ধরে ১৯২৬ সাল হতে ঢাকা কেন্দ্রিক যে মুক্তবুদ্ধির চর্চা তথা 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' ও এর মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৭) পত্রিকার প্রগতিশীল ভূমিকা– আহমদ শরীফ সেসবেরই উত্তর সাধক। কাজী আব্দুল ওদুদ, আবুল ফজল, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হোসেন, আনোয়ারুল হক, আবদুল কাদির এবং পরবর্তীতে সিকান্দার আবু জাফর প্রমুখের দেখানো পথে সমকাল (১৯৬৫) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মুক্তবুদ্ধি চর্চার যে টগবগে বলয় তৈরি হয়, তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতেই আহমদ শরীফের মন-মনন-ব্যক্তিত্ব গঠিত, বিকশিত এবং তা তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যে প্রকাশিত।

২. উদ্দেশ্য

রাজনীতি, নব্য-উপনিবেশবাদ, পাকিস্তানি আগ্রাসন, সামরিক শাসকদের সরাসরি তিরস্কারকারী আহমদ শরীফ এই দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং বঞ্চিত গণমানুষকে ভালবেসেছিলেন। তিনি গতানুগতিকভাবে কাজ করেননি, নিজেই নিজের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে নিতে পেরেছিলেন। এর আগে আমাদের চেতনায় আর কেউ এমনভাবে আঘাত করতে পারেননি। সত্য কথা বলার বুকের পাটা তাঁর ছিলো, আর তা তিনি অর্জন করেছিলেন নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুণে। নিজেদের ভণ্ডামি উন্মোচনে তিনি দ্বিধান্বিত ছিলেন না। এজন্যে অনেকেই শরীফের প্রতি নাখোশ, সবাই তাকে পণ্ডিত মানেন তবে ধারে-কাছে ঘেঁষেন না। কারণ শরীফকে সহ্য করার জন্য, হজম করার জন্য ক্ষমতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা লাগে– যা অনেকের নেই। একটি যুক্তিবাদী ও অসাম্প্রদায়িক জীবন নির্মাণে তিনি যে বন্ধুর পথ অতিক্রম করেছেন এই অনুসন্ধানে সেই বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া হয়েছে।

৩. প্রকাশনা

প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ বিবিধ কারণে আলোচিত-সমালোচিত। তাঁকে নিয়ে গবেষক-সমালোচকরা যথেষ্ট লিখেছেন যে স্রোত এখনো প্রবহমান। তবে শরীফকে নিয়ে বড় ধরনের গবেষণা করেছেন ড. প্রথমা রায় মণ্ডল। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে গোলাম মুরশিদ, হুমায়ুন আজাদসহ অনেকেই তাঁকে নিয়ে লিখেছেন। এই প্রকাশনায় তার কিছু উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে।

৪. পদ্ধতি

লেখাটিতে বর্ণনাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। মাধ্যমিক তথ্য হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকার সাহায্য নেয়া হয়েছে।

৫. বিশ্লেষণ

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের হারানো কাটা-ছেঁড়া-পোকা খাওয়া পাণ্ডলিপির পাঠোদ্ধার তথা ভাষা সাহিত্যের দুর্বোধ্য বিষয়গুলো নিয়ে আহমদ শরীফের যে পুনর্নির্মাণ তা গুরুত্ব ও প্রশংসার দাবীদার। নিজ ভাষা-

সাহিত্যের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাঁর ছিলো, ছিলো দায়বদ্ধতা যা তিনি বড় করে দেখেছেন। কৈফিয়ত দিতে রাজি নন কারো কাছে। কারণ, অনেকের মধ্যে কিছু না কিছু ফাঁকফোকর আছে, আছে অতিপ্রাকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও মিথ্যাচার। বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ দিয়ে তিনি সবকিছু বিচার করেছেন। বাস্তবতাই তার বড় অবলম্বন। দেশের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে যেমন তিনি গবেষণাধর্মী কাজ করেছেন তেমনি সমকালীন রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, জনগণের অপরাধ প্রবণতা, শিক্ষার মানের অধোগতি, জাতির নৈতিক স্খলন ইত্যাদি বিষয়ে আহমদ শরীফ সমান সোচ্চার ছিলেন। দেশের ঐতিহ্যিক দার্শনিক মতবাদও বিশ্লেষণ করেছেন আধুনিক নিরাসক্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই।

সাম্রাজ্যবাদ, কমিউনিজমের পতন, বাইরের সংস্কৃতি আমদানিহেতু বাঙালি সংস্কৃতির দৈন্যদশা, নারী নির্যাতন, অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়গুলো তাঁকে খুব ভাবাতো। নিত্যই তিনি এসব সামনে ঘটতে দেখেছেন আর বিবেকবান মানুষ হিসেবে তার প্রতিবাদ করেছেন।

নিরক্ষর বাঙালিকে বারবার ধর্মের বিভিন্নতার কথা বলে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, হচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষয়টি তিনি অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন, আর তাই প্রতিবাদ করেছিলেন। যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, ঐতিহাসিক সূত্র-দর্শন, জাতির মন-মনন, লোকবিশ্বাস- লৌকিক ধর্ম ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তাঁর লিখিত প্রবন্ধসমূহ আমাদের বড় প্রাপ্তি। চমৎকার গদ্যে, অকাট্য যুক্তিতে এই অধ্যবসায়ী তাঁর মেধা দিয়ে ভূমিপুত্রদের অতীত ইতিহাস ধুনে শরীফ নির্মাণ করেন এক নতুন বর্তমান-যা পড়ে আমরা আমাদের শেকড়ের সন্ধান পাই।

প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ ইউরোপীয় রেনেসাঁ প্রভাবিত বাঙালিপুত্র। উনিশ শতকের কলকাতায় রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর যে ইহকালিক চিন্তা-চেতনার সূত্রপাত করেন এবং ডিরোজিও-হেয়ারপন্থী ইয়ংবেঙ্গল সদস্যরা ধর্মের-শাস্ত্রের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, ১৯২৬ সালে ঢাকা কেন্দ্রিক মুসলিম সাহিত্য সমাজের সদস্যরা যে অসাম্প্রদায়িক ও যুক্তিবাদী জীবনচর্চার ধারা বাঙালি মুসলমান মানসে ছড়িয়ে দেন, আহমদ শরীফ এই ধারাকে অবলম্বন করে সামনে এগোন। শৈশবে তিনি পিতৃব্য আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের সাহচার্য পান এবং তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনার মানুষ। ছাত্রজীবনে শরীফ উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের সঙ্গ পান। কর্মজীবনে তিনি এমন কিছু উদার মানবতাবাদী, প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক বন্ধুদের সাহচর্য পান যা থেকে আহমদ শরীফের জীবনচর্চায় প্রকাশিত হতে থাকে অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ও যুক্তিবাদী জিজ্ঞাসা ।

ঈশ্বরে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। নাস্তিক হওয়ার কারণে তিনি কোনো ধর্মীয় শাস্ত্র বা আচারি কর্মকাণ্ডে বিশ্বাস করতেন না। অলৌকিক ভাবনা, স্বর্গ-নরক ভবিতব্যকে পাত্তা দেননি। তার কাছে সবচেয়ে বড় সত্য ছিল-বর্তমান তথা মানুষের ইহকাল। বস্তুবাদী মানব জীবনে কিসে উন্নতি, কোন মনোভাবে এর সমৃদ্ধি, কোন মনোভাবে একে অপরের সাথে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিলে-মিশে চমৎকারভাবে বসবাস করা যায় তা ছিল শরীফের কাছে মুখ্য বিষয়।

বাঙালির ইতিহাসে চিরকাল একটি শ্রেণি বারবার গণদের মাঝে শাস্ত্রীয় ধর্মের কথা বলে এখানকার ভূমিপুত্রদেরকে বিভক্ত করতে চেয়েছে। এবং এ উদ্দেশ্যে শাসকশ্রেণি যে সফল তা বর্তমান বিশ্ব ও উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায়। এই বিভেদ নীতির ফলে শাসকশ্রেণি হাতে হাতে যে মুনাফা লাভ করে থাকে তার উদাহরণ হতে পারে বর্তমান ভারত, পাকিস্তান, মায়ানমারের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন সরকারগুলো। উপমহাদেশ বিভক্তির ইতিহাস (১৯৪৬-১৯৪৭) আর ১৯৭১-এর রক্তবন্যার ইতিহাস অথবা বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক দলগুলোর যে কর্মকাণ্ড-এসব দেখে আহমদ শরীফ অনেককিছু শিখেছিলেন। এই বাস্তবতা থেকে এবং তেজোদীপ্ত যুক্তিবাদী মন-মাথা-মস্তিষ্কের কারণে অলৌকিক ধর্ম তার চরিত্রে প্রভাব ফেলতে পারেনি। আর যেহেতু তিনি হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এদের কোনো দলে ছিলেন না তাই অসাম্প্রদায়িক জীবনচর্চার সিদ্ধান্ত নিতে তার মোটেও দেরি হয়নি। এ বিষয়ে তাঁর ধারণা ছিল সুস্পষ্ট :

'মানুষ নিজেদের ভয়-ভরসা ও ন্যায় প্রতীক সর্বজনীন ও সার্বভৌম ঈশ্বর উদ্ভাবন করেছে জীবনের অভাবের ও আকাঙ্ক্ষা নির্বিঘ্ন পূর্তির লক্ষ্যে। এজন্যেই স্বকল্পিত ঈশ্বরের স্তুতি-প্রশস্তি, তোয়াজ-তোষামোদ উপাসনা-প্রার্থনা পদ্ধতিও তৈরি করেছে অর্থাৎ কৃপা-করুণা-দান-দাক্ষিণ্য-প্রীতি-প্রসাদ পাবার জন্য অপর মানুষের মন যে পদ্ধতিতে গলিয়ে বশ করা হয়, তেমন পদ্ধতি প্রয়াসে স্বসৃষ্ট ঈশ্বরকে তুষ্ট করা যায়, এ বিশ্বাসে স্তুতি-প্রশস্তি-চাটুকারিতায় কাঙ্ক্ষাপূর্তি ঘটে। মানুষের শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ-পালা-পার্বণ হচ্ছে কাঙ্ক্ষাপূর্তি প্রায়োগিক দিক। তাই তারা শঙ্কা-সঙ্কট উত্তরণ এবং কাঙ্ক্ষাবস্তু প্রাপ্তি লক্ষ্যে আচার সর্বস্ব। আর ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক লড়াই বাঁধে ঐ আচারে অনুষ্ঠানে বাধাদানের আর প্রতিষ্ঠান ভাঙার ফলে।'[১]

বর্তমান সময়ে মধ্যপ্রাচ্যে যা ঘটে চলেছে, ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলংকা-মায়ানমার, নিউজিল্যান্ড এবং হলি আর্টিজন হামলা এসব তারই উদাহরণ। পৃথিবীর যুদ্ধ-সংঘর্ষের ইতিহাস যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখবো তার বেশিরভাগই সংঘটিত হয়েছে ধর্মীয় ও বর্ণ বিভেদনীতি এবং পরস্পরের প্রতি আস্থাহীনতার কারণে।

বিভিন্ন ধর্মের মূলবাণীতে বারবার পারস্পরিক সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির কথা বলা হলেও যারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করে তারা এক হতে পারে না। আহমদ শরীফ এই অপচর্চার বিষয়টি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন। আর তাই তিনি কোন শাস্ত্রীয় ধর্মে বিশ্বাস রাখেননি। তিনি আস্থা রেখেছিলেন মানবধর্মে। কোনো বিভেদ নয়, অখণ্ড মানবতাবোধের দ্বারা মানব জীবনকে সার্থক সুন্দর করতে চেয়েছেন তিনি।

জীবনকে শরীফ শুরু করতেন শূন্য থেকে। মর্ত্য জীবনকে কর্ষণ করে কত ফসল উপভোগ করা যায় সেদিকে তাঁর মনোযোগ ছিল। বাঙালি মুসলমান-হিন্দুর মধ্যে যে দ্বান্দ্বিক স্বভাব বর্তমান কাল পর্যন্ত বিরাজিত এর সূত্রপাত ইংরেজ আমলে এবং এই বিকৃতির প্রচারক তারাই। তাদের স্বার্থচিন্তা বাঙালি, ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে আর ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ আরো দীর্ঘস্থায়িত্ব লাভ করেছে। ইংরেজের কল্পিত অসত্য ইতিহাস পড়ে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান একে অপরকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। ইংরেজের অসত্য ইতিহাস নির্মাণপূর্বকালে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে খুব বেশি বিভেদ ছিল না। এমনকি পূজণীয় পির-দেবতার মধ্যেও কোনো কোনো জায়গায় মিল ছিলো-এমন ভাবেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য–

'পঞ্চোপাসক বলা হয় বাঙলার হিন্দু সমাজকে। আমাদের কৃতিত্ব হল এর সবগুলোই আমাদের দেবতা, আমাদের বানানো দেবতা- আমাদের প্রয়োজনে আমরা বানিয়েছি। আমাদের দেশী দেবতা। এইসব দেবতা বৌদ্ধ যুগে বৌদ্ধ নামে ব্রাহ্মণ্য যুগে ব্রাহ্মণ্য নামে মুসলমান যুগে মুসলমান নামে চালু ছিল। কালু রায় হিন্দুর কুমীর দেবতা-মুসলমানের কালু গাজী, তেমনি হিন্দু ও মুসলমানের বনদেবী-বনবিবি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, সত্যনারায়ণ- সত্যপীর প্রভৃতি সেব্য দেবতা। বাঙালি মুসলমান শতকরা ৯৫ জন হাড়ি, ডোম, বাগদী, চাঁড়াল, মুচি, মেথর থেকে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে তার প্রমাণ হচ্ছে, হিন্দুর মধ্যে ঊনিশ শতক পর্যন্ত যেমন নিম্নবর্ণের লোকদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা কিছুই ছিলনা তেমনি মুসলমানেরও ছিল না। ওরা যেমন দেবতার পূজা করে- নিম্নবর্ণের লোকদের দেবতা আলাদা, সেইরকম বাঙালি মুসলমানের দেবতাও আলাদা।'[২]

বাঙালির লৌকিক ধর্মের এই মিলনকে আহমদ শরীফ ইতিবাচক অর্থে দেখেছেন । কিন্তু কালের বিবর্তনে ইংরেজের কাছ থেকে বাঙালি হিন্দু যখন বেশি সুযোগ সুবিধা পেতে লাগলো এবং বাঙালি মুসলমান নিজ ধর্মের মৌলিকত্ব রক্ষায় এবং দিল্লির মসনদ ও পলাশির প্রান্তরে ক্ষমতা হারানোর অভিমানে ইংরেজ থেকে নিজেকে নিরাপদে সরিয়ে রাখলো আর তখনই সৃষ্টি হলো দুধর্মের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই অর্থনৈতিক বৈষম্যের কিছুটা বাঙালি মুসলমানের নিজেদের অবস্থান এবং ইংরেজের রাজনীতির কারণে সৃষ্ট। শেষ পর্যন্ত সেই বৈষম্য গড়ালো ধর্মের ওপর। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ আর ১৯৪৭ এর ভারতবিভক্তি এই উপমহাদেশবাসিরই কাজ। আহমদ শরীফ এসব সত্য নিজ চোখে দেখেছেন এবং অনুধাবন করেছেন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু মুসলিমদের মসজিদ ভাঙলে যেমন আহমদ শরীফ বিচলিত হন, তেমনি ওদেশের সংখ্যালঘু মুসলিম নির্যাতনের কারণে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু আক্রান্ত হলে তিনি ঠিক ততটাই ব্যথিত হন। ধর্মান্ধ আক্রমণকারীদের সম্পর্কে আহমদ শরীফের অভিমত-

'তারা ভাবে না যে, তারা যখন তাদের প্রতিবেশী বিধর্মী হত্যা করে, তাদের মন্দির, মসজিদ, মঠ, গীর্জা, সিনাগোগ ভাঙে, তার প্রতিক্রিয়ায় নিহত বা বিধর্মীর সুদূরস্থ বা বিদেশস্থ স্বধর্মীর হন্তাদের নিরাপদ জাতিদের একইভাবে হত্যা করে প্রতিশোধ নেয়, চরিতার্থ করে প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি।... যেমন এ সেদিন ভারতের সংঘটিত বাবরি মসজিদ রামজন্মভূমি সম্পৃক্ত মুসলিম হত্যার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল বাংলাদেশীর ও নগণ্য-সংখ্যায় অসহায় পাকিস্তানি হিন্দুর সম্পদে ও মন্দিরে হামলার আকারে।'[৩]

আহমদ শরীফ সারা জীবন এমনিভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির সমালোচনা করেছেন এবং নিজে অবস্থান নিয়েছেন ধর্মহীন নিরশ্বরবাদীদের দলে। উপমহাদেশের কমবেশি প্রায় সব রাষ্ট্রে যখন কোনো না কোনোভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, মানসিক নির্যাতনের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘুদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে দেখার প্রবণতা বিদ্যমান, তখন আহমদ শরীফের অসাম্প্রদায়িক জীবনচেতনা খুবই প্রাসঙ্গিক আলোচ্য বিষয় হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে :

'সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এর জবাব পাল্টা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নয়, তার জবাব হলো অসাম্প্রদায়িক মানসিকতা ও কর্মনীতি। অর্থাৎ সকল সম্প্রদায়ের এক সঙ্গে চলার, সম্মান সহকারে বেঁচে থাকার উন্নতি করার উপায় উদ্ভাবন ও তার অনুসরণ।... এই দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রদ্ধাভাজন পণ্ডিত অধ্যাপক আহমদ শরীফ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।'[৪]

অসাম্প্রদায়িক জীবনচর্চার মতোই আহমদ শরীফের আরেক বড় বৈশিষ্ট্য যুক্তিবাদী মনস্বিতা। যুক্তি-বুদ্ধি-বিবেক-মন-মনন দিয়ে সবকিছু যাচাই-বাছাই করে তবে তিনি কোনোকিছু গ্রহণ করেন। কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয় তথা সূত্র সন্ধান যুক্তিবাদী আহমদ শরীফের একটি অনিবার্য চারিত্র্য লক্ষণ। তিনি বিশ্বাস-বিজ্ঞান ও যুক্তিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে–

'১. বিশ্বাস হচ্ছে আঁচ-আন্দাজ-অনুমান নির্ভর এবং ভয়-ভক্তি-ভরসা এবং ভাবনা প্রসূত। এর সঙ্গে বিজ্ঞানের তত্ত্বের, তথ্যের ও সত্যের সাদৃশ্য সঙ্গতি সামঞ্জস্য নেই...

২. বিজ্ঞানীর আবিষ্কৃত তত্ত্ব, তথ্যও প্রমাণসাধ্য। এতে এখনো অনেকক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা আছে, কিন্তু যতটুকু জানা গেছে তাতে ভেজাল নেই। বিজ্ঞানীর উদ্ভাবিত ও নির্মিত কোন যন্ত্র আজ অবধি অকেজো রূপে আমাদের প্রতারিত বা হতাশ করেনি।

৩. যুক্তি হচ্ছে মগজী অনুশীলনের ফুল-ফল ও ফসল। কারণ-কার্য নিরূপণই এর লক্ষ্য।'[৫]

সমকালীন সংকটের সমাধান পুরাতন অতীত দিতে পারে না– এ বিশ্বাস, এ যুক্তি প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ মানতেন। বর্তমান সংকটের সমাধান বর্তমান থেকে খুঁজে বের করতে হবে– এমন ভাবতেন তিনি। এ বিষয়ে তাঁর যুক্তি–

'প্রাকৃতিক নিয়মেই পুরোনো মাত্রই জৌলুস ও গুরুত্ব হারায়, হারায় উপযোগ। কোন অতীতই বর্তমানের প্রয়োজন মেটাতে পারেনা। অতীতের পোশাক, আসবাব, জীবন-যাত্রা পদ্ধতি নতুন মানুষের নতুন কালে অচল, কেননা, প্রতি নতুন সূর্যের উদয়ে মানুষ হয় নতুন, সে চলমান, তাই পথের নতুন বাঁকে নতুন সমস্যার ও সম্পদের, নতুন আনন্দের ও যন্ত্রণার সাক্ষাৎ ও সন্ধান পায় সে। সে সমস্যার ও যন্ত্রণার মোকাবেলা করতে হয় স্থানের ও কালের মানুষের প্রয়োজনের ও উত্তরণবাঞ্ছার পরিপ্রেক্ষিতে। তাছাড়া আমরা জানি, প্রকৃতিদত্ত দেহে পায়ের পাতা সম্মুখেই প্রসারিত, চোখের দৃষ্টিও সামনের দিকে, ব্যতিক্রম করতে গেলে অর্থাৎ পাশে ও পিছে দৃষ্টি দেয়ার জন্য গতি রুদ্ধ করতে হয়, চোখ ফেরাতে হয়, পিছনে দেখতে হলে থামতে হয়, পুরো দেহটাই ঘোরাতে হয়, এতেই বোঝা যায়, মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সামনেই, মানুষের গতিও সম্মুখপানে, মানুষের আশা-প্রত্যাশার ও অভিপ্রায়ের সিদ্ধি-সাফল্য রয়েছে ভবিষ্যতে।'[৬]

আহমদ শরীফ এভাবেই প্রামাণিক উপমা-অভিধায় তাঁর যুক্তিকে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করান। তাঁর যুক্তি, তাঁর বক্তব্যে অনবরত নতুন বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকে যা অন্যরা এড়িয়ে যান। প্রামাণিক তথ্য আর যুক্তির খরস্রোতে বিরোধী ও বিরোধিতা ভেসে যায় খড়কুটোর মতো। যুক্তির আলোকে তিনি শ্রোতা-পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতেন। তাঁকে অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা খুব কম মানুষেরই ছিলো। সমালোচকের ভাষায়–

'যুবকদের তিনি ভীষণ পছন্দ করতেন। ঠিক গ্রিসের সেই সক্রেটিসের মতোই। সক্রেটিসের মতো তিনিও যুবকদের সঙ্গে হাঁটতেন, আড্ডা দিতেন আর গল্পচ্ছলে যুবকদেরকে চেষ্টা করতেন অন্ধকার থেকে, সনাতনী বৃত্তের পঙ্কিলতা থেকে তুলে আনতে। চেষ্টা করতেন তাদের জ্ঞান-স্পৃহা বাড়াতে, তাদেরকে জ্ঞানপিপাসু করে তুলতে।'[৭]

সুবিধাবাদী শ্রেণি, ধর্ম ব্যবসায়ী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকদের বিপক্ষে আহমদ শরীফের অবস্থান সুস্পষ্ট। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর কপট মজিদ ও গ্রাম্য মাতব্বর খালেক ব্যপারি দু'জনই শোষক। উপায় দুজনের আলাদা হলেও লক্ষ্য কিন্তু এক। হাজার বছরের গ্রামভিত্তিক বাংলার সাদা-সিধে মানুষেরা মোদাচ্ছের পিরকে

চেনে না, চেনার দরকারও হয় না, কারণ শ্রমই তাদের পুঁজি, কপটতা বা ভণ্ডামি নয়– জমিতে শ্রম দিলে জমি ফসল দেয়, মাঝে মাঝে প্রকৃতি বিরূপ হলে তাদের মন খারাপ হয়, আকাশের পানে চেয়ে তারা কোথায় যেন কী খোঁজে- এই ছিলো সাধারণের ধর্ম। মজিদেরা এসে, খালেক বেপারিরা এসে নতুন হিসাব বুঝায় গণদেরকে। অজ্ঞানতার কারণে গণরা তা মেনে নেয়। শরীফ আগন্তুক মজিদ এবং নতুন চেহারার খালেক বেপারিদেরকে ধরিয়ে দিতে চান, মুখোশ খুলে দিতে চান সবার সামনে। আহমদ শরীফ বাঙালি মুসলমানের মন ঠিকই চিনেছিলেন আর এসব ভণ্ডামির প্রতিরোধে মুক্তবুদ্ধি ও যুক্তিবাদীচর্চা এবং বিজ্ঞানমনস্কতার কথা অনবরত বলেছেন–

'আমাদের মানস মুক্তি ও বিপদ্মুক্তি অনেকাংশে নির্ভর করছে আমাদের যুক্তিবাদী, মুক্তবুদ্ধিবাদী, বিজ্ঞানবাদী ও বিবেকবাদী হওয়ার মাত্রার ওপরই। এভাবেই আমাদের পরিবারে-সমাজে, রাষ্ট্রে এবং বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমাদের মানবিক গুণের উন্মেষ, বিকাশ ও উৎকর্ষ ত্বরান্বিত হবে। আমরা দেশ-কালের ও বিশ্বের সমকালীন জীবনযাত্রার যোগ্য হব সর্বপ্রকারে।'[৮]

শরীফের এই বার্তার ফলাফল বর্তমান প্রগতিশীল ও অগ্রসরমান বাংলাদেশে দেখছি যা সত্যিই আমাদেরকে আশাবাদী করে, বিশ্বদরবারে সম্মানিত করে। প্রাবন্ধিক আহমদ শরীফ তাঁর সারা জীবনে বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা দ্বারা অসাম্প্রদায়িক জীবনচর্চা যেমন করেছেন, তেমনি যুক্তির আলোকে জীবন-জগত, রাষ্ট্র-ধর্ম-সাহিত্য সবকিছুর কার্যকারণ সত্য উদঘাটনের চেষ্টা করছেন। 'ডক্টর আহমদ শরীফ ছিলেন বামনের দেশে মহাকায়, পর্বতের মত দাঁড়িয়েছিলেন সমতল ভূমিতে, মাথা গিয়ে ঠেকেছিল মেঘে ও নীলে। মেরুদণ্ডহীনতার দেশে একজনই মেরুদণ্ড ছিলেন, তিনি ড. আহমদ শরীফ।'[৯] এ কথা খুবই সত্য।

'মৌলবাদীরা তাঁকে মুরতাদ বা স্বধর্মত্যাগী বলে তাঁকে খুন করার ফতোয়া দিয়েছিলো, কিন্তু তিনি নিজের ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করেননি। ধর্ম এবং ঈশ্বরেই তিনি বিশ্বাস হারিয়েছিলেন।'[১০] কারণ আন্তর্জাতিক বিশ্ব ও উপমহাদেশের বাস্তবতা তিনি নিজ চোখে দেখেছিলেন এবং এর স্রোতধারা যে সামনে আরো কিছুদিন গড়াবে- সেটিও আন্দাজ করতে পেরেছিলেন।

আহমদ শরীফ গতানুগতিক ছিলেন না। তাঁর সম্পর্কে গবেষকের নিচের মন্তব্য খুবই যুক্তিযুক্ত মনে করি–

'বাঙলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ, বিশেষত পণ্ডিত-সাহিত্যসেবী-সংস্কৃতিকর্মীরা জানেই আহমদ শরীফ মানেই তত্ত্বকথা, ড. শরীফ মানেই যুক্তিনির্ভর প্রামাণ্য টীকা-টীপ্পনীতে সজ্জিত বিশ্লেষিত নতুন কথা, বিতর্ক এবং আবহমান চিন্তাচেতনার নতুন বিন্যাস ও মূল্যায়ন; তাঁরা জানেন একজন দ্রোহী পণ্ডিত ব্যক্তিত্বকে, যিনি প্রায় শত গ্রন্থের প্রণেতা, যিনি সারাজীবন ব্যয় করেছেন বাঙালির আত্মপরিচয় সন্ধানে।'[১১]

উপসংহার

পণ্ডিত ছিলেন আহমদ শরীফ কিন্তু পাণ্ডিত্য ফলাতে ভালোবাসতেন না। দেশ, দেশের মানুষ ও নৈতিকতা আহমদ শরীফকে জীবন্ত কিংবদন্তিতে পরিণত করেছিলো। অধ্যাপনার সময়ে লেখালেখি, গবেষণাতে ব্রতী থাকলেও জীবনের শেষের দিকে মানুষের খুব কাছাকাছি চলে আসেন তিনি। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বীর সন্তান ও বুদ্ধিজীবীদেরকে যারা হত্যা করেছিলো তিনি সরাসরি রাস্তায় নেমে, মাঠে-

ময়দানে-মিছিলে জোর গলায় তাদের ফাঁসি দাবি করেছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায় ও ন্যায্যতার প্রতীক। এমনিভাবে আহমদ শরীফের সমগ্র জীবনচর্চা ও প্রবন্ধগ্রন্থে প্রকাশিত যে চেতনা তা অসাম্প্রদায়িক এবং যুক্তিবাদী মনস্বিতায় উজ্জ্বল।

তথ্যসূত্র

১. আহমদ শরীফ, সাম্প্রদায়িকতা ও সময়ের নানা কথা, প্রসূন প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৫

২. আহমদ শরীফ, কালের দর্পণে স্বদেশ, মুক্তধারা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৬০

৩. আহমদ শরীফ, সাম্প্রদায়িকতার ও সময়ের নানা কথা, প্রসূন প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৯

৪. শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- আফজালুল বাসার সম্পাদিত-আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি, অনন্যা, ঢাকা-২০০১, পৃষ্ঠা-২৮৪

৫. আহমদ শরীফ, বিশ্বাসবাদ-বিজ্ঞানবাদ-যুক্তিবাদ-মৌলবাদ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০, পৃষ্ঠা-২৫

৬. আহমদ শরীফ, কালের দর্পণে স্বদেশ, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৮৫, পৃষ্ঠা-৮৫

৭. রুবাইয়াৎ ফেরদৌস, আফজালুল বাসার সম্পাদিত- আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি, অনন্যা, ঢাকা-২০০১, পৃষ্ঠা-২৮

৮. আহমদ শরীফ, কিছু বিশ্বাসের পুনর্বিবেচনা- আগামী প্রকাশনী, ঢাকা-২০০০, পৃষ্ঠা-৪৬

৯. হুমায়ুন আজাদ, আহমদ শরীফ স্মারক গ্রন্থ, ইউপিএল, ঢাকা-২০০, পৃষ্ঠা-৩৯১

১০. গোলাম মুরশিদ, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৮৭

১১. প্রথমা রায় মণ্ডল, আহমদ শরীফ শ্রদ্ধাঞ্জলি, অনন্যা, ঢাকা-২০০১, পৃষ্ঠা-১২২